যুগান্তর

তারিখ 09 FEB 2005
পৃষ্ঠা

রংপুর : সরকার কর্তৃক নর্দার্ন মেডিকেল কলেজ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা দখল করে অবস্থান নিয়েছে। (বাঁয়ে) নর্দার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভবন -যুগান্তর

রংপুর নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল

দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

রংপুর অফিস

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় রংপুর নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালের অনুমোদন বাতিল করেছে। এতে কলেজের দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী কলেজ ভবন দখল করে অবস্থান নিয়েছে। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী পালিয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় এ খবর লেখা পর্যন্ত দখল করে নেয়া কলেজ ভবনের হল রুমে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রতিবাদ সমাবেশ করছিল। রংপুর নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদের সীমাহীন দুর্নীতি, ব্যাপক অনিয়ম ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর জালিয়াতি করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কলেজটির অনুমোদন আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১/০১/০৫ তারিখের সিনিয়র সহকারী সচিব আলেয়া আক্তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-০৫/৯৯/৪১ স্মারকে লেখা পত্রে ওই কলেজের অনুমোদন বাতিল সংক্রান্ত চিঠি গত সোমবার কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে। এরপর বিষয়টি গোপন রেখে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জহুরুল হক ও তার স্ত্রী পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বেগম রোকেয়া দাস্তগীসহ সব কর্মকর্তা-কর্মচারী রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। এমনকি হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সরাও পালিয়ে গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা এ অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়ে। বিকালে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা খবর পেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ছুটে আসেন। এ সময় কলেজের দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজ ভবনের চারতলায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে থাকে। অভিভবকরা বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে অভিভাবকরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে কলেজটির অনুমোদন পুনর্বহাল কিংবা ছাত্রছাত্রীদের অন্য কোন মেডিকেল কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়ার দাবি করেন। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স সভাপতি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী, রংপুর ডিএসএ সাধারণ সম্পাদক এমএ গফুর, জরিনা বেগম, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, ওয়াজেদ আলী প্রমুখ। এ সময় ওই ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, কলেজটির ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিজ বাড়িতে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জহুরুল হক তার গৃহিণী স্ত্রী বেগম রোকেয়া দাস্তগী। কলেজ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান তার স্ত্রী নিজেই। গত ২ বছর ধরে কাগজে-কলমে পরিচালনা পর্ষদের একটি তালিকা দেখানো হলেও ওই নামের তালিকাভুক্ত অনেকেই জানেন না যে, তারা কলেজটির সঙ্গে জড়িত। গত বছরের শেষের দিকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জহুরুল হক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর জাল করে কলেজের অনুমোদনের জন্য সচিবালয়ে গিয়ে স্বয়ং মন্ত্রীর হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘদিন জেলহাজতে ছিলেন। নানা আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, জালিয়াতির অভিযোগে মন্ত্রণালয় কলেজটির অনুমোদন বাতিল করেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।